ইতিপূর্বে এই বিষয়ে আলোচনা বা গবেষণা কর্মের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা (A brief over view of literary work already done in area of the proposal)

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি সাহিত্য রচনায় বিশ শতকের সাতের দশকে মনোনিবেশ করলেও আটের দশকে তা প্রতিষ্ঠা পায়। আজ পর্যন্ত তাঁর লেখনী এগিয়ে চলেছে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমা ও ছন্দে। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য সম্পর্কিত সমালোচনা গ্রন্থ দীপঙ্কর মল্লিক ও দেবারতি মল্লিক সম্পাদিত ***'রামকুমার মুখোপাধ্যায় : কথা যাত্রার তিন দশক*** রচিত হয়েছে। এছাড়া তাঁকে নিয়ে ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দুটি গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। বিশ্বভারতী থেকে ড. পারমিতা মণ্ডল ***'রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য : শিল্পরূপের নিরীক্ষা'*** শীর্ষক গবেষণা অন্যটি দিব্যেন্দু পালোধীর '***রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য সমাজভাবনা ও শৈলীর স্বাতন্ত্র***' । তবে রামকুমারের কথাসাহিত্যে প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যা নিয়ে গবেষণামূলক কাজ হয়নি, তাই আমাদের এই গবেষণায় তাঁর রচনায় প্রান্তিক মানুষ নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

গবেষণা প্রকল্প (Research Hypothesis)

প্রস্তাবিত বিষয়টিকে আমরা পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কথা ভেবেছি। অধ্যায়গুলি নিম্নে উল্লেখিত হল।

গবেষণা প্রকল্পটির অধ্যায় বিন্যাস (Chapterisation)

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : প্রান্তিকতা ও বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় অধ্যায় : রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য

তৃতীয় অধ্যায় : রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে প্রান্তিক মানুষের সমাজ সংস্কৃতি

চতুর্থ অধ্যায় : প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রাম

পঞ্চম অধ্যায় : প্রান্তিক মানুষের চরিত্র

উপসংহার :

পরিশিষ্ট:

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

ভূমিকা

ভূমিকাংশে আমরা রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও ছোটোগল্পের প্রান্তিক মানুষদের চিহ্নিতকরণ করে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, জীবিকা, দারিদ্র ও সামগ্রিক ভাবে তাদের জীবন দর্শনের একটা রেখাচিত্র নির্মাণ করতে সচেষ্ট হব।

প্রথম অধ্যায়

প্রান্তিকতা ও বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক প্রসঙ্গ

এই অধ্যায়ে প্রান্তিকতা বলতে ঠিক কি বোঝায় এবং তার কি কি বৈশিষ্ট্য সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে। ইংরেজী ভাষায় 'সাবঅলটার্ণ' (নিম্নবর্গ) শব্দটি সামরিক বাহিনী বা সামরিক সংগঠনের সাথে সংযুক্ত। অ্যারিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্রে 'সাবঅলটার্ণ' হল এমন এক বচন যা সব সময় অন্য বচনের অধীন। এই 'অধীন' শব্দটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের সমাজে যে অসম বিকাশ সেখান থেকেই জন্ম নেয় কর্তৃত্বের অধীন, ক্ষমতার অধীন, আধিপত্যের অধীন। এই ক্রমঅধীনতাই সমাজে এক শ্রেণির মানুষকে উঁচুতে নিয়ে যায় আর এক শ্রেণিকে ক্রমশ নীচের দিকে ঠেলে দেয়। জাতিগত দিক থেকে কখনও সামাজিক, আর্থিক দিক থেকে পশ্চাৎগামী মানুষগুলিই হয়ে ওঠে প্রান্তেবাসীয় বা প্রান্তিক। ঋগ্বেদ থেকে বিশ্বায়নের যুগে এই প্রান্তিক মানুষেরা অবহেলিত, অত্যাচারিত, শোষিত, নিপীড়িত। এদের সামাজিক অবস্থান, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদি যে সব বৈশিষ্ট্য আছে সেই বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য

ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা মূর্ত হয়ে ওঠে স্রষ্টার চেতনামিশ্রিত সংরাগে। সমাজ-সংস্কৃতির দ্বান্দ্বিকতায় এই চেতনা আবার পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই উত্তরণ ঘটে একজন যথার্থ লেখকের। রামকুমার মুখোপাধ্যায় এই দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে দিয়েই কথাসাহিত্যে প্রবেশ করেছেন। তাঁর শৈশব থেকে কৈশোরের অতিবাহিত জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর লেখনীতে বার বার ঝরে পড়েছে। আমরা তাঁর সাহিত্যে পেয়েছি তাঁর বেড়ে ওঠা পরিবেশ ও মানুষজনদের। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বিন (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ)। কলকাতার বউবাজার লেবুতলা পার্কের নিকটস্থ লেডি ডাফরিন হাসপাতালে। পিতা রামাঙ্গমোহন

মুখোপাধ্যায় ও মাতা কনকলতা দেবী। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সংখ্যা আট এবং ছোটোগল্প প্রায় আশি। এছাড়া তিনি '*নতুন চীনে*' ও '*ওই বাংলায়*' নামক দুটি ভ্রমণ কাহিনিও রচনা করেছেন। তাঁর অসামান্য প্রবন্ধ- সমালোচনা সাহিত্য '*শতাব্দী শেষের গল্প*', '*বাঙালি সংস্কৃতির আয়তন*', '*আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্য*' ও '*গদ্য সংগ্রহ*' । রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুদিত গ্রন্থগুলি হল – '*চাসোর নির্বাচিত ছোটগল্প*', '*কাটুম কুটুম*' (বিপ্রদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে), '*সাতসাগরের পারে*' (বিপ্রদাস ভট্টাচার্য ও দীননাথ সেনের সঙ্গে)। তাঁর সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলি হল – '*সেরা নবীনদের সেরা গল্প*' (উজ্জ্বলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে), '*পরবর্তী শব্দাবলী*' (দুই বাংলার তরুণদের কবিতা), '*আরও নবীনদের আরও সেরা গল্প*' (উজ্জ্বলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে), '*ভারতজোড়া গল্পকথা*', '*কথাযাত্রা*' (বাংলা গল্প সংকলন), '*ভারতজোড়া কাব্যগাথা* '(ভারতীয় কবিতার সংকলন), '*ভারতজোড়া কথনকথা* '(ভারতীয় লোকগল্পের সংকলন), '*স্বামী বিবেকানন্দ*' (সার্ধ শতবর্ষের ভাবনা)। এছাড়া তাঁর অসামান্য গবেষণা কর্মটি হল – *সত্তর ও আশির দশকের বাংলা ছোটোগল্প* । তাঁর আগ্রহের বিষয় কথাসাহিত্য, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ত্য এবং ভারতীয় সাহিত্য।লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহি ,

তৃতীয় অধ্যায়

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে প্রান্তিক মানুষের সমাজ সংস্কৃতি

রামকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর চোখে দেখা গ্রামীণ ভারতবর্ষকে সাহিত্য রূপ দেবার জন্য একটা তাগিদ ও দায়বদ্ধতা অনুভব করেন। বাঁকুড়ার গেলিয়া গ্রামে তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। কাছ থেকে দেখেছেন গ্রামের খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষ সহ অন্যান্য নানা শ্রেণির মানুষদের। তিনি অবলীলায় মিশে যেতে পারতেন এই মানুষগুলির সাথে। রামকুমারের কথাসাহিত্যে অনায়াসে প্রবেশ করেছে বাঁকুড়া পুরুলিয়া অঞ্চলের ধুলো মাখা মাটির কাছাকাছি এই প্রান্তিক মানুষেরা। তিনি কথকতার ভঙ্গিমায় প্রবেশ করেন রামায়ণ থেকে চণ্ডীতে। ফলে তাঁর রচনার ব্যাপ্তিতে মধ্যযুগ থেকে একুশ শতকের প্রান্তিক বাঙালির জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি পরিস্ফুট হয়েছে একেবারে অকৃত্রিম ভাবে। 'চারণে প্রান্তরে'র বিশু, আরি, দাসী, গোপাল কিম্বা 'ভাঙা নীড়ের ডানা' উপন্যাসের মাধবী মুর্মু, পচাই এরা সবাই অন্ত্যজশ্রেণির প্রতিনিধি। 'দুখে কেওড়া' উপন্যাসের দুখে কেওড়াও তাই। এইভাবে তাঁর অন্যান্য উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলিতে রামকুমারের চোখে দেখা প্রান্তিক মানুষের ভিড় আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকব।

এদের জীবন জীবিকা কারও কৃষিজমিতে দিন মজুরী, আবার কেউ লোকের গোরু চরানি বা রাখালের বৃত্তি বেছে নেয় আবার কেউ দেশি মদের ব্যবসা করে এরকম নানা প্রকার জীবিকা আমরা দেখতে পাই। রামায়ণ গান, কেষ্ট যাত্রা, অপেরা দলের যাত্রা ইত্যাদি এদের বিনোদনের অঙ্গ। অভাবের সাথে দেবতার আশ্রয়স্থলেও প্রভেদ দেখা যায়। বামুন পাড়ার ঠাকুর দেবতাদের মত এদের দেবতাদের সুখ নেই, কালবীর ঠাকুর খোলা আকাশের নীচে থাকেকখনও ইচ ,্ছে হলে ঘেঁটুফুল ঝরে পড়ে মাথায়। শিক্ষার আলো থেকে এদের অধিকাংশই বঞ্চিত। এদের মধ্যে ঝগড়া, কানাকানি, তুচ্ছ ব্যাপারে ঝামেলা ইত্যাদির পাশাপাশি সরল মনে অন্ধ বিশ্বাস, অবৈধ সম্পর্ক প্রভৃতি আমরা প্রত্যক্ষ করি।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রাম

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রামের ছবি সমাজ বাস্তবতার দলিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে তাঁর সৃষ্ট প্রান্তিক চরিত্রগুলি আসলে রুক্ষ বাঁকুড়া পুরুলিয়ার মানুষজন। রুক্ষ প্রকৃতির খামখেয়ালি বৃষ্টির ওপর এদের জীবন জীবিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বৃষ্টি হলে চাষ আর দুমুঠো অন্নের সংস্থান না হলে খরায় অর্ধাহার থেকে অনাহার। এদের জীবন সংগ্রাম খুবই দুঃখ কষ্টের। তবে জীবনের জন্য এই সীমাহীন লড়াই তাদের বাঁচিয়ে রাখে আবার কখনো অন্নের অভাবে প্রাণ যায়। ভাতের অভাবে জীবন দর্শন বদলে যায়। সময়ের প্রেক্ষিতে কৃষক থেকে ভাগচাষীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তেভাগা আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসা এই সব ঘটনাবলী তাদের জীবনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলে। আর্থিক দিক থেকে সচেতন হয়ে ওঠে এরা। শ্রমের জন্য ন্যায্য মূল্য কিম্বা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের সাথে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাথে নিজেদের সংযুক্তিকরণ ঘটিয়েও আসলে তারা শেষ পর্যন্ত শোষিত শ্রেণিই থেকে যায়। রামকুমারের উপন্যাস ব্যাতিরেকে তাঁর সৃষ্ট ছোটোগল্পগুলিতে এই জীবন সংগ্রাম বেশি প্রকট। ‘কর্ণ’, ‘সম্পর্ক’, ‘জ্যোতিষী’, ‘সন্ধান’, ‘হস্তান্তর’, ‘মৌজা ডোমপাটি’, ‘হাভাতে’ ইত্যাদি গল্পে আমরা এই প্রান্তিক মানুষদের জীবন সংগ্রামের প্রকট রূপটি দেখতে পাই।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রান্তিক মানুষের চরিত্র

আখ্যানকার যখন তাঁর আখ্যান নির্মাণ করেন তখন তার ভিত্তি মূলত দুটি - একটি হল বিষয় আর অন্যটি চরিত্র। কোথাও চরিত্রের প্রাধান্য আবার কোথাও ঘটনার প্রাধান্য। রামকুমার মুখোপাধ্যায় মূলত তাঁর নির্মিত আখ্যানে চরিত্রকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। রামকুমারের গল্প উপন্যাসে তাঁর চোখে দেখা চরিত্রেরা অনেকেই সরাসরি প্রবেশ করেছে। কথনভঙ্গির বিশিষ্টতায় রামকুমারের চরিত্ররা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। গ্রামের নিরক্ষর মানুষগুলোর জীবন সংগ্রাম অতি যত্নে তিনি তুলে ধরেন। তাদের জীবন জীবিকার সাথে চরিত্রগুলি সম্পৃক্ত হয়ে যায়। কেষ্ট মেটে, টেলু চক্রবর্তী, ফ্লুট- বাজিয়ে মধুসূদন, ফেতিরাণী বিভিন্ন গল্পের এই সব চরিত্রগুলি তাঁর চোখে দেখা বাস্তবের চরিত্র। এই প্রান্তিক মানুষগুলি তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম খাদ্যের সংস্থান করতে না পেরে মৃত্যুর পথ বেছে নেয়। আত্মহত্যা করতে গিয়েও মৃত্যুর মুখ থেকে কিভাবে জীবন রস আহরণ করে আনে 'জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, ঘুঘু কিংবা মানুষ' গল্পে সুচাঁদ ও তার বৌয়ের চরিত্র চিত্রণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রামকুমার তাঁর মনোযোগী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সহানুভূতিশীল অনুভূতিতে বিভিন্ন পেশার মানুষ ও তাদের কার্যকলাপকে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তাঁর আখ্যানে গোষ্ঠীবদ্ধ গ্রামজীবনের প্রতীক হিসেবে শ্রেনিচরিত্র উঠে এসেছে। 'সখিনা', 'হাউসে', 'হারি-পারির সংসার', 'বাঁকুচাঁদের গেরস্থালি' ইত্যাদি গল্পগুলির নামকরণের মধ্যেই চরিত্রের প্রাধান্য পরিস্ফুট। প্রান্তিক নারী চরিত্র চিত্রণেও রামকুমার অসাধারণ অনুভূতিশীল। গাঁ ঘরের অতি তুচ্ছ ঘটনাকেও তিনি গভীর মনোযোগের সাথে প্রত্যক্ষ করেছেন। অভাব অনটনের সংসারে এই নারীরাও পুরুষের সঙ্গে সমান তালে কাজ করে। এদের জীবন তাদের চোখে দেখা ত্রিসীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এরা অল্পেতেই খুশি, আবার ঝগড়াটে, মুখরা, পরনিন্দা, পরচর্চাতে এরা অনেক সময় অতিবাহিত করে। 'পিকনিক', 'সম্পর্ক' ইত্যাদি গল্পে আমরা এই ছবি প্রত্যক্ষ করে থাকব। রামকুমারের কথাসাহিত্যে প্রান্তিক মানুষের চরিত্র চিত্রণ নিখুঁত ভাস্কর্য শিল্পীর মত, কোন তাড়াহুড়ো নেই আস্তে আস্তে কথার বয়ানে মূর্ত হয়ে ওঠে বাস্তবের প্রান্তিক চরিত্রেরা। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র সে চরিত্র নাগরিক উচ্চবিত্তই হোক আর প্রান্তিক হা-ভাতে চরিত্রই হোক সব ক্ষেত্রেই তিনি চরিত্র নির্মাণে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

উপসংহার :

উপসংহার অংশে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যার স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

আকরগ্রন্থ

১। রামকুমার মুখোপাধ্যায়, গল্পসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৪১৯

২। রামকুমার মুখোপাধ্যায়, মাদলে নতুন বোল, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫

৩। রামকুমার মুখোপাধ্যায়, উপন্যাস সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৪২৩

৪। রামকুমার মুখোপাধ্যায়, উপন্যাস সমগ্র-২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২৩

৫। রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২৫

৬। রামকুমার মুখোপাধ্যায়, হর-পার্বতী কথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২৫

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

জহর সেনমজুমদার	নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৭
রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৫
গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়	নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০১২
রামচরণ শর্মা	প্রাচীন ভারতে শুদ্র, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৯
দীপঙ্কর মল্লিক ও দেবারতি মল্লিক (সম্পাদিত)	রামকুমার মুখোপাধ্যায় : কথাযাত্রার তিন দশক, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৩
তপোধীর ভট্টাচার্য	উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০
অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়	বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা , দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪
উজ্জ্বল কুমার মজুমদার	উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৪

অরুণ সান্যাল (সম্পাদিত)	প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯১
অরূপ কুমার ভট্টাচার্য	আঞ্চলিকতা: বাংলা উপন্যাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮
অলোক রায় (সম্পাদিত)	সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০২
অলোক রায়	বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি , পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০
উজ্জ্বল কুমার মজুমদার	পঞ্চাশের দশকের কথাকার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮
কমল কুমার সান্যাল	উপন্যাস বীক্ষা : বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক, পপুলার, কলকাতা, ১৯৮৪
কার্তিক লাহিড়ী	বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস , সারস্বত, কলকাতা, ১৯৯৮
কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী	কথাসাহিত্যের নতুন পাঠ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০৮
গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০
গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	বাংলা কথাসাহিত্যের প্রকরণ ও প্রবণতা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯১
তপোধীর ভট্টাচার্য	ছোটোগল্পের বিনির্মাণ, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬
তপোধীর ভট্টাচার্য	উপন্যাসের প্রতিবেদন, রাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৯
দীনবন্ধু মন্ডল	সত্তর উত্তর বাংলা উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবন, আশাদীপ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫
নীতীশ বিশ্বাস	দলিত সাহিত্য , ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৮
নীরদবরণ সরকার	রাঢ় বাংলার সংস্কৃতির ধারা: একের মধ্যে একশো এক , কল্যাণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৯
নীরদবরণ সরকার	বিস্মৃত রাঢ়ের বিলুপ্ত কথন , কল্যাণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৯
বীরেন্দ্র দত্ত	বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৯